শঙ্খ ঘোষ প্রবন্ধ রচনা

ভূমিকা

জীবনানন্দ দাশ পরবর্তী বাংলা কবিতার ইতিহাসে শঙ্খ ঘোষ এক জন প্রতিনিধি স্থানীয় কবি। তিনি এক স্বতন্ত্র ভাব ও ভাষার প্রবর্তক। তবে তিনি শুধু কবি নন, তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সমালোচক এবং রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও বটে। তার কাব্যে স্থান পেয়েছে মানুষ, দেশ, সমাজ ও সভ্যতার কথা।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

শঙখ ঘোষের আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। জন্মগ্রহণ করেন বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুরে ১৯৩২ খ্রি ৫ই ফেব্রুয়ারি। পিতার নাম মনীন্দ্রকুমার ঘোষ ঘোষ এবং মাতা অমলা ঘোষ।

শিক্ষাজীবন

বাল্যবয়সে তিনি বাংলাদেশের পাবনা জেলার চন্দ্রপভা বিদ্যাপীঠ এ ভর্তি হন। সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। দেশ বিভাগের পর কবির পরিবার কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৪৯ খ্রী প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই এ পরীক্ষায়য় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৯৫১ খ্রি ওই কলেজ থেকেই বি এ পাশ করেন। ১৯৫৪খ্রি তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা এম এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

কর্মজীবন

তিনি কর্মসুত্রে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। যেমন বঙ্গবাসী, জঙ্গিপুর কলেজ, বহরমপুর গার্লস কলেজ, সিটি কলেজ এবং শেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্য জীবন

কবি শঙ্খ ঘোষ পূর্ববঙ্গে নদীর দেশে জন্মেছিলেন। শৈশব থেকেই তাই গ্রাম্য-জীবন, বঙ্গ-প্রকৃতি, পুরাণ কাহিনি, লোকগাথা তাঁর কবিমনের পটভূমি রচনা করেছিল। স্বাধীনতার নামে দেশভাগ, ভয়ঙ্কর দাঙ্গা তাঁকে বারবার ব্যথিত করেছিল। তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন ছাত্রজীবন থেকেই। আমৃত্যু পর্যন্ত তিনি লিখেগেছেন অসংখ্য কবিতা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ছিল 'দিনগুলি রাতগুলি'। এরপর তাঁর কবি-কলম আর থামেনি, লিখেছেন একের পর এক কাব্য তার মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য হল- 'নিহিত পাতালছায়া', 'এখন সময় নয়', 'বাবরের প্রার্থনা', 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে', 'ধূম লেগেছে হৃদকমলে' প্রভৃতি।

পুরস্কার ও খ্যাতি

কবি এবং অধ্যাপক হিসেবে তিনি আজীবন খ্যাতির শীর্ষে থেকেছেন। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করেছেন। কবিতার ছন্দ নিয়ে করেছেন নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা। 'বাবরের প্রার্থনা' এবং 'রক্তকল্যাণ' কাব্যের জন্য তিনি ১৯৭৭ ও ১৯৯৯ সালে 'সাহিত্য একাডেমী কাব্যের পুরস্কার পেয়েছিলেন 'ধূম লেগেছে হৃদকমলে' জন্য ১৯৮৯ সালে পেয়েছিলেন 'রবীন্দ্র পুরস্কার'। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে পেয়েছিলেন 'দেশিকোত্তম' পুরস্কার। ২০১১-তে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' সান্মান লাভ করেছিলেন। ২০১৬ সালে 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। এছাড়াও ডিলিট,নক্ষত্র পুরস্কার, সরস্বতী পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।

জীবনাবসান

কবি ২০২১ সালে ১২ এপ্রিল থেকে প্রবল সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হন। দুই দিন পর অর্থাৎ ১৪ এপ্রিলে তার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। কোভিডের বাড়বাড়ন্তের কারণে কবি হাসপাতালে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ঘরোয়া নিভৃতবাসে তথা আইসোলেশনেই তাঁর চিকিৎসা চলতে থাকে। ২১ এপ্রিল সকাল আটটা নাগাদ নিজ বাসভবনে কবির মহাপ্রয়াণ ঘটে।

উপসংহার

স্বয়ং বাংলা আধুনিক কবিতার একটি যুগ। বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা কবিতা যতদিন বাঙালি সংস্কৃতির সাথে জুড়ে থাকবে ততদিন বাংলা সাহিত্যের আকাশ জুড়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে কবি শঙ্খ ঘোষের নাম। শিল্প,সাহিত্য, কবিতা-বিভোর বাঙালির হৃদয়ে চিরঅমর হয়ে থাকবে তাঁর প্রতিভা তথা তাঁর কবিতার প্রত্যেকটি চরন।